Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 1

শারীরিক, মানসিক সব দিক দিয়ে প্রতারণা করেছে বাদশা', বিস্ফোরক প্রাক্তন স্ত্রী ইশা

বাংলা আজ যা ভাবে

নয়া জামানা

অন্ধকারে ডুবছে বাংলাদেশ! ভারত থেকে পাইপ লাইনে যাচ্ছে টন টন ডিজেল

২৯ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। বুধবার ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৮৫ সংখ্যা ।। ৮ পাতা

ভারতীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত কমিশন চিনের, 'নাটক' বলল ভারত

জোট প্রস্তাবে সাড়া দেননি অখিলেশ, এবার মায়াবতীর দ্বারস্থ ওয়েইসি! স্বস্তিতে বিজেপি

রবীন্দ্র সরোবরের জল যেন খাওয়া যায়', আধিকারিককে ব্যবস্থার নির্দেশ অগ্নিমিত্রার

দেশজুড়ে শুভেন্দুর কাজের চর্চা হচ্ছে ঃ রাজনাথ

নয়া জামানা ঃ সেবা সংকল্প অভিযান নিয়ে বৈঠক করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কার্যত পারফরম্যান্সের সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন তিনি। রাজনাথ জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর মাত্র চার মাসে শুভেন্দু যে সব কাজ করেছেন, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও তার চর্চা হচ্ছে।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ সিং বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলা এগিয়ে যাবে। তাঁর নেতৃত্বেই বাংলায় প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, ভারতকে বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বাংলা অংশগ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশা করি, আগামীদিনে শিপ বিল্ডিং হাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানে উঠে আসবে বাংলা।এবারের স্বাধীনতা দিবসে প্রথমবার লালকেল্লায় বন্দে মাতরমের সব কটি স্তবক গাওয়া হয়েছে, যা বাংলার সম্মান বলে উল্লেখ করেন রাজনাথ। প্রধানমন্ত্রী মোদির ২৫ বছরের প্রশাসনিক কার্যকালকে একটি শব্দে ব্যাখ্যা করেন তিনি সেবা।

তাঁর মতে, বিভিন্ন বিরোধিতা মোকাবিলা করেই উন্নয়নের পথে হেঁটেছেন প্রধানমন্ত্রী, এবং সেই একই পথে শুভেন্দুও এগিয়ে যাবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। ছাব্বিশের নির্বাচনের পর রাজ্যে প্রথমবার বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে। সরকার গঠনের পর প্রায় চার মাস পেরিয়েছে, আর এর মধ্যেই শুভেন্দু সরকারের কাজকর্ম নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক চর্চা। প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি, পাশাপাশি জনকল্যাণমূলক কাজেও মিলেছে সাফল্য। এই প্রেক্ষাপটেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গলায় শোনা গেল শুভেন্দুর ভূয়সী প্রশংসা।

নেপাল বিপর্যয়ে নিখোঁজদের পরিবারের পাশে রাজ্য

পরিবারকে নিজের বেতন দিবেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ নেপালে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলার ৩৭ জন বাসিন্দা নিখোঁজ হয়েছেন। এর মধ্যে অনেক পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারীরই কোনও খোঁজ মেলেনি, ফলে প্রিয়জন হারানোর আশঙ্কার পাশাপাশি চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে পরিবারগুলি। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গের একটি নিখোঁজ পরিবারকে নিজের এক মাসের বেতন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।বুধবার নবান্নে নিখোঁজদের পরিবারগুলির সমস্যা নিয়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চারটি পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী নিখোঁজ হওয়ায় সেই পরিবারগুলির একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতি চারটি পরিবারের দেখ ভালের দায়িত্বে একজন করে অফিসার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে, যাতে প্রয়োজনে পরিবারগুলি সরাসরি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ

করতে পারে।পরিবারগুলি জানিয়েছে, সদস্য নিখোঁজ হওয়ায় ব্যাঙ্কের কাজ, গ্যাস বুকিং এবং পেনশন তোলার মতো জরুরি প্রক্রিয়া আটকে গিয়েছে। এই সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা।অন্যদিকে, নিয়ম মেনে ডিএনএ নমুনা পাঠানো হলেও এখনও কোনও উত্তর মেলেনি বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিখোঁজদের পরিবারের তরফে নির্দিষ্ট সময়সীমার পর তাঁদের মৃত ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। তবে রাজ্যের আধিকারিকদের বক্তব্য, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকার ও নেপাল প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। তবে রাজ্যের সাধ্যমতো সবরকম সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে বিতর্ক

ঋত-তৃণমূলের ১০ বিধায়ককে স্পিকারের নোটিশ

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবার সরাসরি বিধানসভার আইনি প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করেছে। বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দশ জন বিদ্রোহী বিধায়ককে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার। কেন দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হবে না, তার লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, আগামিকাল ১৭ সেপ্টেম্বর জবাব দেওয়ার শেষ দিন। একই দিনে তৃণমূলের প্রতীক নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনও, ফলে পরিস্থিতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।বিধানসভা গঠনের পরই তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বিধায়ক।

ঋতব্রতই হন বিরোধী দলনেতা, আর দল ভাগ হয়ে যায় ঋতব্রত শিবির ও মমতাপন্থী কালীঘাট শিবিরে। জুলাই মাসে কালীঘাট শিবিরের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় স্পিকারের কাছে ওই বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছিলেন । নোটিসপ্রাপ্ত তালিকায় ঋতব্রত ছাড়াও রয়েছেন অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, সন্দীপন সাহা, আখ রুজ্জামান আনসারি এবং শিউলি সাহা। সোমবার সুপ্রিম কোর্টেও এই দশ বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন শোভনদেব, যেখানে পার্টি করা হয়েছে স্পিকারকেও। যদিও মামলাটিতে পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি থাকার কথা জানা গিয়েছে।

প্রতীক পেলে তবেই উপনির্বাচনের প্রচারে যাব, না হলে নয় ঃ মমতা

নয়া জামানা ঃ আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তবে এই ভোটের প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি অংশ নেবেন কিনা, তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমানে দুটি পৃথক শিবিরে বিভক্ত ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠী এবং কালীঘাট শিবির। দলের ঘাসফুল প্রতীক কোন পক্ষের হাতে যাবে, তা নিয়ে দুই শিবিরের মধ্যে সংঘাত অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন প্রতীক বরাদ্দ না করা পর্যন্ত তিনি ভোটের প্রচারে নামবেন না।মঙ্গলবার কালীঘাটে রেজিনগরের তৃণমূল প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী মমতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ভোট প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা

করেন। ওই বৈঠকে মমতা প্রার্থীদের জানিয়ে দেন, তাঁকে ছাড়াই প্রচার চালানোর পরিকল্পনা করতে হবে, যদিও প্রতীক পাওয়া গেলে তিনি অবশ্যই প্রচারে যোগ দেবেন।এদিকে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে দুই শিবিরের সঙ্গে পৃথকভাবে বৈঠক করেছে, তবে প্রতীক বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। বুধবার ফের একবার প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার কথা রয়েছে উভয় পক্ষের।অন্যদিকে, কালীঘাট শিবির ঋতব্রত অনুগামী দশজন বিধায়কের সদস্যপদ খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ আবেদন (এসএলপি) দাখিল করেছে বলে জানিয়েছেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাংধ্যায়। তালিকায় ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শীর্ষে থাকলেও অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্রসহ একাধিক প্রবীণ নেতার নামও রয়েছে। আপাতত প্রথম দফায় শুধু দশজনের বিরুদ্ধেই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, বাকিদের ক্ষেত্রে কিছুটা সতর্ক অবস্থান নিচ্ছে দল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 2

ইস্তানবুলের দুই বিশ্ববিখ্যাত বাজারের গল্প

প্রথম বার যখন গ্র্যান্ড বাজারে ঢুকেছিলাম, সকালের রোদ তখনও পুরোপুরি ভিতরে ঢোকেনি। গম্বুজের নীচে হালকা ছায়ায় দোকান খুলছিল বিক্রেতারা। কোথাও মশলার ঘ্রাণ ভেসে আসছে, কোথাও ধাতু ঘষার শব্দ। এক দোকানের সামনে থেমে গেলাম। ঝুলছে রঙিন লণ্ঠন, আলো তাদের ভিতর দিয়ে কাচে কাচে ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছিল আমি কোনও রূপকথার ভিতর এসে পড়েছি। এক জন বৃদ্ধ বিক্রেতা এগিয়ে এলেন, বললেন, ওয়েলকাম টু দ্য মেজ, মাই ফ্রেন্ড !আমি হাসলাম, কারণ সত্যিই, এটা যেন এক গোলকধাঁধা, যেখানে পথ হারানোই আসল আনন্দ। এক কাপ তুর্কিশ চা হাতে নিয়ে আমি বসে পড়লাম এক কার্পেটের দোকানে। দোকানদার তার বাবার কথা বললেন, যিনি এক সময় এই একই দোকানে সুলতানের জন্য কার্পেট বুনতেন। প্রতিটি গল্প যেন ইতিহাসের এক টুকরো। যে কেউ প্রথম বার এখানে এলে খানিকটা বিভ্রান্তই হয়, এত গলি, এত দোকান, এত শব্দ ! কিন্তু কিছু ক্ষণ পরেই মনে হয়, এ যেন এক জীবন্ত রূপকথা। আপনি কার্পেটের দোকানে বসে কফি খাচ্ছেন, পাশেই তুর্কি বিক্রেতা গলা মেলাচ্ছেন এক পুরনো লোকগানে। আলো ঝলমল করছে রঙিন লণ্ঠনে, আর দেয়ালের পুরনো পাথর যেন আপনাকে বলে উঠছে, আমার মধ্যে শতাব্দর গল্প আছে।

ইস্তানবুল শহর নিজেই এক ইতিহাসের ধনভান্ডার, ইউরোপ আর এশিয়ার সংযোগস্থলে দাঁড়ানো এই শহরটি যেন দুই মহাদেশের মেলবন্ধনের প্রতীক। আর এই শহরের প্রাণের কেন্দ্রবিন্দু বলা যায় গ্র্যান্ড বাজার বা কাপালচারসি, যার অর্থ, 'ঢাকা বাজার'। বিশ্বের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম আচ্ছাদিত বাজারগুলির অন্যতম এটি, যেখ ানে পা রাখলেই মনে হয়, ইতিহাস আজও নিঃশ্বাস ফেলছে মশলার গন্ধে, ধাতুর ঝঙ্কারে আর বিক্রেতাদের উচ্ছ্বাসে।গ্র্যান্ড বাজারের জন্ম তুরস্কের বিখ্যাত অটোমান সাম্রাজ্যের শুরুর দিকে। ১৪৫৩ সালে কনস্টান্টিনোপল জয়ের পর সুলতান মেহমেদ দ্য কনকারারের নির্দেশে এই বাজার নির্মাণ শুরু হয়। উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মজবুত করা, আর একই সঙ্গে শহরকে এক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত করা। প্রথমে ১৪৫৫ সালে একটি ছোট আচ্ছাদিত ভবন তৈরি হয়, যাকে বলা হত বেদেস্তেন, মূলত যেখানে মূল্যবান পণ্য যেমন সোনা, রূপা, রেশম, রত্ন, আর মুদ্রা লেনদেন হত। পরবর্তী শতকগুলোতে বাজারটি ক্রমে সম্প্রসারিত হতে থাকে। একে ঘিরে গড়ে ওঠে দোকান, সরাইখানা, মসজিদ, স্কুল, এমনকি গোসলখানাও। সময়ের সঙ্গে এই ছোট বাণিজ্য কেন্দ্র পরিণত হয় এক বিশাল নগর,বাজারে, যেখানে তখনকার প্রায় সব ধরনের পণ্য পাওয়া যেত। গ্র্যান্ড বাজার আজও এক বিস্ময়। প্রায় ষাটটিরও বেশি রাস্তা এবং চার হাজারেরও বেশি দোকান নিয়ে এটি যেন এক শহরের মধ্যে আর-এক শহর। এর উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে রাখা, সেই থেকেই 'ঢাকা বাজার' নাম। বিশাল পাথরের গম্বুজ, খিলানওয়ালা ছাদ, সরু করিডোর আর অলিগলির জটিল বিন্যাসে এখানে ঘুরে বেড়ানো মানে সময়ের গহ্বরের মধ্যে হাঁটা। প্রতিটি রাস্তার নিজস্ব পরিচয় আছে। এক রাঙ্গ স্তায় কার্পেট বিক্রি হয়, অন্যটিতে গয়না, কোথাও রেশম বা চামড়ার পণ্য, আবার কোথাও প্রাচীন সামগ্রী। আজও অনেক দোকানের দরজায় সুলতানদের আমলের কাঠের খোদাই চোখে পড়ে। ইতিহাসবিদেরা বলেন, গ্র্যান্ড বাজারের স্থাপত্য রোমান, বাইজান্টাইন ও ইসলামি শৈলীর এক অনন্য মিশ্রণ। বাজারের পাঁচশো বছরের বেশি জীবনে বহু বার ধ্বংস এসেছে--- আগুনে, ভূমিকম্পে, রাজনৈতিক অস্থিরতায়। ১৫৮৮, ১৬১৮, ১৭০১, ১৭৫০ ও ১৮৯৪ সালের ভূমিকম্প বাজারকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়। প্রতি বারই শহরের মানুষ, কারিগর ও ব্যবসায়ীরা একত্রিত হয়ে বাজারকে নতুন করে গড়ে তোলেন। শেষ বড় সংস্কার হয় ১৮৯৪ সালের পরে, যখন এর আধুনিক রূপটি গড়ে ওঠে, যেটি আমরা আজ দেখি। গ্র্যান্ড বাজারে হাঁটলে মনে হবে এক শিল্পপ্রদর্শনী চলছে। চকচকে তুর্কিশ ল্যাম্প, নীল-সাদা ইজনিক টাইলস, সূক্ষ্ম কাজের কার্পেট ও কিলিম, রুপোর অলঙ্কার, হাতে আঁকা সেরামিক, সব মিলিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। আর-এক পাশে পুরনো মুদ্রা, ঘড়ি, হাতেলেখা পাণ্ডুলিপি বা প্রাচীন অস্ত্র বিক্রি হয়। কিছু দোকান প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এক পরিবারই চালিয়ে আসছে। এমন অনেক দোকান আছে যাদের ইতিহাস তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো। গ্র্যান্ড বাজার মানে রং, গন্ধ আর কাঠের মেলবন্ধন। প্রবেশ করলেই প্রথমে লাগে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ--- মশলার গন্ধ, ধাতুর শব্দ, কার্পেটের নরম রং, আর বিক্রেতাদের ডাকে ছন্দ। কোনও বিক্রেতা হাসিমুখে ডাকেন, মাই ফ্রেন্ড, জাস্ট হ্যাভ আ লুক! আবার কেউ হাত নেড়ে আমন্ত্রণ জানান।এখানে দর কষাকষি এক শিল্প। দোকানদাররা প্রত্যাশা করে আপনি দাম কমানোর চেষ্টা করবেন--- এটা তাদের কাছে খেলার মতো। চা বা তুর্কিশ কফি খেতে খেতেই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এক মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অভ্যেস শুধু কেনাকাটা নয়, এটা সংস্কৃতির অংশ। বর্তমানে প্রতি দিন গড়ে ২ থেকে ৪ লক্ষ মানুষ এই বাজারে আসেন। শুধু পর্যটক নয়, স্থানীয় ক্রেতারাও এখানেই আসেন দৈনন্দিন জিনিস কিনতে। আধুনিক ইস্তানবুলের উঁচু ভবন ও মলগুলির মাঝেও গ্র্যান্ড বাজার টিকে আছে নিজের ঐতিহ্যের জোরে, এক জীবন্ত ইতিহাস হিসেবে। ইস্তানবুলের গ্র্যান্ড বাজার শুধু একটি স্থাপত্য নয়, এক শহরের আত্মা। এখানে এক দিকে রাজকীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া, অন্য দিকে সাধারণ মানুষের শ্রম আর কারুশিল্পের গর্ব। পাথরের গম্বুজের নীচে বয়ে

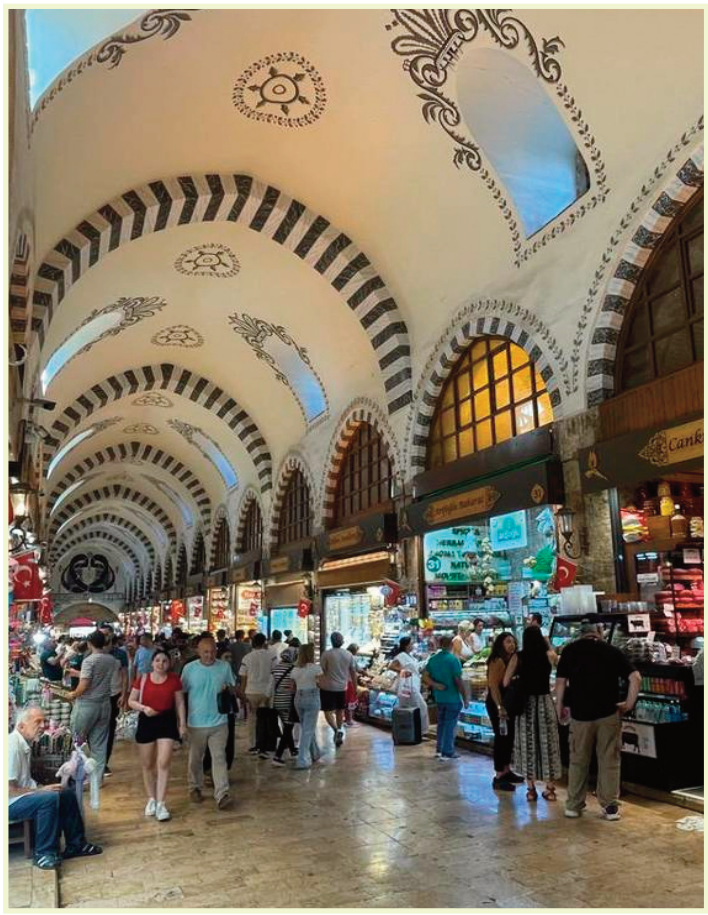

চলা কথোপকথন, দর কষাকষি আর হাসির মধ্যে আজও টিকে আছে সেই পনেরো শতকের স্বপ্ন--- এক বিশ্ববাজারের স্বপ্ন, যেখ ানে মানুষ পণ্য নয়, সংস্কৃতিও বিনিময় করে।বাজারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার পরও কানে বাজছিল বিক্রেতাদের ডাক, চোখে ভাসছিল রঙিন আলো। বুঝেছিলাম, গ্র্যান্ড বাজার শুধু ইস্তানবুলের নয়, এ যেন সমগ্র মানব সভ্যতার এক জীবন্ত স্মৃতি, যেখ ানে বাণিজ্য, বন্ধুত্ব আর সৌন্দর্য একাকার হয়ে আছে।

ইস্তানবুলের সুলতানাহমেত বা এমিনোনু এলাকায় হাঁটলে এক সময় হালকা গন্ধ নাকে এসে লাগে, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচ, গোলমরিচ, জাফরান আর শুকনো গোলাপের পাপড়ির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সেই গন্ধই পথ দেখায় ইস্তানবুলের অন্যতম প্রাচীন ও রঙিন বাজারে, ইজিপশিয়ান স্পাইস বাজার, তুর্কি ভাষায় যাকে বলা হয় 'মিশর ছারসি'। এই বাজার যেন ইস্তানবুলের ঘ্রাণের ইতিহাস, যেখানে প্রতিটি দোকান, প্রতিটি কাচের বয়াম, প্রতিটি হাসিমুখী বিক্রেতা এক-একটা গল্প বলে যায়, মশলার সুবাসের সঙ্গে মিশে।

সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে, অটোমান সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে এই বাজারটি নির্মিত হয়। সুলতান মেহমেদ চতুর্থ-এর মা তুরহান সুলতান ১৬৬০ সালে ইয়েনি মসজিদের পাশে বাজারটির নির্মাণের নির্দেশ দেন। বাজারের নাম 'মিশর ছারসি' বা 'ইজিপশিয়ান বাজার' হওয়ার কারণও বড়ই মজার। বাজারের নির্মাণব্যয় বহন করা হয়েছিল মিশর থেকে সংগৃহীত করের অর্থে। তাই একে ইজিপশিয়ান বাজার বলা হয়। অন্য দিকে, সেই সময়ে মিশর ছিল মশলা বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আফ্রিকা ও এশিয়া থেকে আসা মশলা কায়রো হয়ে ইস্তানবুলে পৌঁছোত, এই বাণিজ্যিক সম্পর্কও নামটির পিছনে যুক্ত ছিল।

এই বাজারটি আকারে গ্র্যান্ড বাজারের তুলনায় ছোট হলেও তার সৌন্দর্য ও সুষমায় অনন্য। স্থাপত্যশৈলী সম্পূর্ণ ওসমানীয় ধাঁচে নির্মিত, একটি ইংরেজি 'এল' আকৃতির পাথরের দালান, যার উপরিভাগে আধচাঁদ আকৃতির জানলা ও গম্বুজ। ছাদের নীচে সারি সারি খিলান, প্রতিটি দোকানের সামনের অংশ উজ্জ্বল কাচ ও কাঠে মোড়া। এই বাজার স্থাপত্য, রং ও সুবাসে আচ্ছাদিত এক দালানের মতো, এখ ানে প্রতিটি দোকান যেন এক-একটা মশলার পৃথিবী। বাজারের মূল প্রবেশপথেই চোখে পড়ে, উজ্জ্বল লাল মরিচ, গাঢ় কমলা জাফরান, সবুজ পুদিনা, বাদামি দারচিনি আর রুপালি মশলার কৌটো। আলো ও রঙের খেলা এমনই যে, মনে হয় আপনি কোনও চিত্রশিল্পীর ক্যানভাসে হাঁটছেন। ইজিপশিয়ান স্পাইস বাজার মূলত মশলার বাজার হলেও এর ভিতর লুকিয়ে আছে আরও অনেক রত্ন। এখানে পাওয়া যায় শতাধিক প্রকারের মশলা, মরিচ, জিরে, ধনে, এলাচ, দারচিনি, জাফরান, পাপরিকা, হলুদ, লবঙ্গ, রসুনের গুঁড়ো, শুকনো গোলাপের পাপড়ি, এমনকি বিরল কেশর। তবে শুধু মশলাই নয়, শুকনো ফল, বাদাম, তুর্কিশ ডিলাইট (লোকুম), মধু, অলিভ অয়েল, চা, আর নানা ভেষজ উপাদানও বিক্রি হয় এখানে। এক দোকানে দেখা যাবে তুর্কি কফির বীজ গুঁড়ো হচ্ছে, অন্য দোকানে বিক্রি হচ্ছে শুকনো ডুমুর ও এপ্রিকট। গন্ধে গন্ধে বাজারের ভিতর যেন মিশে গেছে পূর্ব আর পশ্চিমের বাণিজ্য ঐতিহ্য। এই বাজার ছিল পূর্ব-পশ্চিমের স ংযোগপথও, এক সময়কার অটোমান সাম্রাজ্যের বাণিজ্য-নেটওয়ার্কের হৃদয়। ভারতের মশলা, আরবের সুগন্ধি, পারস্যের শুকনো ফল, মিশরের জাফরান--- সব কিছু এখানেই মিলত, এখান থেকেই ছড়িয়ে পড়ত ইউরোপে। শতাব্দর পর শতাব্দ ধরে ইস্তানবুল ছিল বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু, যেখানে মশলার বিনিময়ে সভ্যতা, ভাষা ও সংস্কৃতিও লেনদেন হয়েছে। এক জন দোকানদার হাসতে হাসতে বলে ওঠেন, স্মেল দিস স্যাফ্রন, মাই ফ্রেন্ড, ইটস ফ্রম ইরান!, আর-এক জন গর্ব করে জানান, আই ফ্যামিলি হ্যাস সোল্ড স্পাইসেস হিয়ার ফর টু হান্ড্রেড ইয়ার্স।দ

বিক্রেতারা গল্প বলতে ভালবাসেন, কোন মশলা কোথা থেকে আসে, কী ভাবে ব্যবহার করতে হয়, এমনকি রান্নার টিপস পর্যন্ত দেন। এই মানবিক যোগাযোগই বাজারটিকে এত জীবন্ত করে রেখেছে। ইজিপশিয়ান বাজারের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ইস্তানবুলের অন্যতম সুন্দর স্থাপত্য 'নতুন মসজিদ'। এই মসজিদ ও বাজারের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, বাজারের আয়ের

এক সময় মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণেই ব্যবহৃত হত। যে দিন প্রথম ইস্তানবুলের মিশর বাজারে ঢুকেছিলাম, বিকেল নামছে ধীরে ধীরে। গম্বুজের ফাঁক দিয়ে সোনালি আলো পড়ছে রঙিন মশলার উপর, যেন প্রতিটি বয়াম থেকে আলো আর গন্ধ একসঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। এক জন তরুণ বিক্রেতা এগিয়ে এসে হাসি মুখে বললেন, তটেস্ট আওয়ার রোজ টি, ইটস ম্যাজিক !আমি চায়ের কাপে চুমুক দিলাম, আর সত্যিই মনে হল যেন ফুলের বাগানে বসে আছি।

বাজারের ভিতর হাঁটতে হাঁটতে এক দোকানে দাঁড়ালাম, দেওয়ালে ঝুলছে পুরনো ছবি, যেখ ানে তাঁর দাদু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি গর্ব করে বললেন, তআমরা তিন প্রজন্ম ধরে এখানে আছি।দ আমি তখন বুঝেছিলাম, এই বাজার কেবল মশলার নয়, এটি স্মৃতির, ঐতিহ্যের, এবং মানুষের গল্পের। বাইরে এসে যখন তাকালাম, বাজারের গম্বুজের নীচে আলো ধীরে ধীরে নিভছে, কিন্তু গন্ধ রয়ে গেল নাকে, মনে। সেই গন্ধ আজও মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কেবল বইয়ে নয়, অনেক সময় তা লুকিয়ে থাকে এক চিমটে জাফরানে, এক চুমুক চায়ে, এক হাসি মুখে বিক্রেতার ডাকে।সৌ ঃ দৈনিক আজাদি।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 3

বিরোধী দলনেতা মামলা

সুপ্রিম কোর্টে শোভনদেবের আবেদনে ত্রুটি

নয়া জামানাঃ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা পদ নিয়ে তৃণমূল ও বিরোধী শিবিরের সংঘাত এখন দেশের শীর্ষ আদালতে। স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মমতাপন্থী তৃণমূলের প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মামলা শুরুর আগেই একাধিক ত্রুটির কারণে ধাক্কা খেয়েছে কালীঘাট শিবির।সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রি সূত্রে জানা গিয়েছে, আবেদনটি বর্তমানে ডিফেক্ট লিস্ট-এ রয়েছে এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্য ৯০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, আবেদনে আবেদনকারীর নামের বানানে ভুল রয়েছে, পৃষ্ঠা সংখ্যায় গরমিল রয়েছে এবং একাধিক স্থানে হেডিং ও মূল বিষয়বস্তুর মিল নেই। এমনকী দুটি পাতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বলেও জানানো হয়েছে। সংযুক্ত নথির কিছু অংশের স্পষ্ট প্রতিলিপি জমা দিতে বলা হয়েছে, কারণ স্ট্যাম্পের কারণে বহু জায়গায় মূল লেখা পড়া যাচ্ছে না।এই ত্রুটি প্রকাশ্যে আসতেই বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছে, আবেদনে উল্লিখিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কে। তবে আদালত সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, মামলাটি খারিজ হয়ে যায়নি, শুধু প্রাথমিক ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর আবেদনটি জমা পড়ে এবং পরদিন, ১৫ সেপ্টেম্বর ত্রুটি সংক্রান্ত নোটিশ জারি হয়।এই আইনি টানাপোড়েনের মধ্যেই সক্রিয় হয়েছে বিধানসভার সচিবালয়ও। কলকাতা হাইকোর্টে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যেই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে দাবি জানিয়েছেন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শিবিরের বিধায়কদের দলত্যাগ বিরোধী আইনে অযোগ্য ঘোষণা করা হোক।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন কবে

হাইকোর্টের দ্বারস্থ আবেদনকারী

নয়া জামানা,কলকাতাঃ রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়ায় ফের কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। নির্বাচন না হওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠিত স্টুডেন্ট কাউন্সিলগুলি সঠিকভাবে কাজ করতে পারছে না এই অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, আগামী ৭ অক্টোবর মামলাটির শুনানি হবে।এর আগে রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন না হওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। একই অভিযোগ উঠেছিল মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও।গত বছর কসবার একটি আইন কলেজে ছাত্রীকে ইউনিয়ন রুমে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে রাজ্যজুড়ে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ৩ জুলাই ইউনিয়ন রুম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্যের সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার জন্য উচ্চশিক্ষা দফতরকে নির্দেশিকা জারি করতে বলা হয়েছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, বৈধ ছাত্র সংসদ না থাকলে ইউনিয়ন রুম খোলা রাখার প্রয়োজন নেই। জরুরি প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে কারণ জানিয়ে তালা খোলার আবেদন করতে বলা হয়।একইসঙ্গে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার কারণ রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। রাজ্যের পক্ষে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, নির্বাচন করাতে সরকারের আপত্তি নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য না থাকা এবং নির্বাচন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনীহার বিষয়টি তিনি আদালতে জানিয়েছিলেন। পরে আদালত রাজ্যকে প্রথমে নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বলেছিল। কিন্তু এখনও নির্বাচন হয়নি। এবার সেই মামলার দ্রুত শুনানির আবেদন উঠল।

দুর্নীতি দমন আইনে প্রাক্তন পুলিশকর্তা

শান্তনু সিনহার বিরুদ্ধে নয়া মামলা

নয়া জামানাঃ জমি দখল মামলায় ইতিমধ্যেই ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়ে মে।দিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বন্দি থাকা প্রাক্তন পুলিশকর্তা শান্তনু সিনহা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এবার দুর্নীতি দমন আইনে নতুন মামলা দায়ের হল। গড়িয়াহাট থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশকর্তার পদ অপব্যবহার করে সুবিধা পাইয়ে দেওয়া বা প্রভাব খাটিয়ে তিনি ও তাঁর পরিবার মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা নিয়েছেন বলে অভিযোগ। এই অর্থের পুরোটা নগদে নয়, একাংশ উপহার হিসেবেও নেওয়া হয়েছে বলে দাবি।দায়ের হওয়া মামলায় বলা হয়েছে, ব্যবসায়ী রাজেশকুমার জাজোদিয়ার বিভিন্ন সংস্থা থেকে শান্তনুর স্ত্রী বেতন বাবদ ৭৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ১৯৮ টাকা নিয়েছেন।

এ ছাড়া ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের দু'টি বেনামি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে বলেও অভিযোগ। ছেলে সায়ন্তন সিনহা বিশ্বাসের মেডিক্যাল কলেজের ফি বাবদ প্রায় ২১ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের কান্দিতে বিলাসবহুল বাড়ি সংস্কারে প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ থেকে খরচ করা হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের।পুলিশি প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্ন সংস্থা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায়ের অভিযোগও উঠেছে। অভিযুক্ত জয় কামদার স্ত্রীর কাছ থেকে নামী সংস্থার প্রায় ২ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যাগ নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। সব মিলিয়ে শান্তনু ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটিয়ে আর্থিক প্রতারণার নতুন এই অভিযোগ দায়ের হয়েছে।উল্লেখ্য, জমি দখল মামলাতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইতিমধ্যে চার্জশিট জমা দিয়েছে শান্তনুর বিরুদ্ধে। কসবার ত্রাস সোনা পাপ্পু মামলায় নাম জড়ায় কালীঘাটের প্রাক্তন এই ওসির।

তদন্তে উঠে আসে, ব্যবসায়ী জয় কামদা, সোনা পাপ্পু ও শান্তনু প্রভাব খাটিয়ে জমি দখলের কাজ চালাতেন, যার জেরে তিনি গ্রেপ্তার হন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল দুর্নীতি দমন আইনের নতুন মামলাও।

এনএসসিবিআই বিমানবন্দরে যাত্রী সেবা অভিযান

স্মৃতি সামন্ত,নয়া জামানা,কলকাতাঃ পরিষেবার মান, প্রবেশগম্যতা এবং যাত্রীদের অভিজ্ঞতা জোরদার করতে ২৪-দিনব্যাপী যাত্রী-কেন্দ্রিক অভিযান ঘোষণা করল।এয়ারপোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বুধবার কলকাতার এনএসসিবিআই বিমানবন্দরে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত বিমানবন্দরে পরিচালিত হতে চলা যাত্রী-কেন্দ্রিক একটি ব্যাপক অভিযান, যাত্রী সেবা অভিযান ২০২৬ সম্পর্কে গণমাধ্যমকে অবহিত করা হয়।এই অভিযানের লক্ষ্য হল পরিচ্ছন্নতা, প্রবেশগম্যতা, যাত্রী তথ্য, নিরাপত্তা, সুযোগ-সুবিধা, ডিজিটাল পরিষেবা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্থায়িত্ব এবং পরিষেবার উৎকর্ষতার মতো বিষয়গুলিতে নিবদ্ধ উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের অভিজ্ঞতাকে আরও শক্তিশালী করা। ব্রিফিং চলাকালীন, কলকাতা এনএসসিবিআই বিমানবন্দরের পরিচালক শ্রী বিক্রম সিং, ২৪-দিনব্যাপী এই অভিযানের অধীনে পরিকল্পিত বিভিন্ন উদ্যোগের ওপর আলোকপাত করেন এবং যাত্রীদের একটি নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি বিমানবন্দরের অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন।কলকাতা এনএসসিবিআই বিমানবন্দরের পরিচালক শ্রী বিক্রম সিং বলেন, যাত্রী সেবা অভিযান ২০২৬ হলো বিমানবন্দরের কার্যক্রমের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাত্রীকে কেন্দ্রে রাখার একটি সুযোগ। এই অভিযান জুড়ে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা পরিষেবার মান বৃদ্ধি, যাত্রী সুবিধা জোরদার এবং বিমানবন্দরের সার্বিক অভিজ্ঞতাকে ক্রমাগত উন্নত করার লক্ষ্য রাখি। ২৪ দিন, ২৪টি যাত্রী-কেন্দ্রিক থিম এই প্রচারাভিযানে প্রতিদিন একটি করে নির্দিষ্ট থিম থাকবে, যা যাত্রী পরিষেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরবে।

চিটফান্ড-কাণ্ডে কলকাতার একাধিক ঠিকানায় ইডির হানা

নয়া জামানা,কলকাতাঃ চিটফান্ডের নামে কোটি কোটি টাকা তোলা এবং সেই টাকা নির্মাণ ব্যবসার আড়ালে বেআইনিভাবে সাদা করার অভিযোগে ফের সরগরম কলকাতা। বুধবার সকাল থেকে শহর ও শহরতলির অন্তত ছটি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। নারকেলডাঙা, নেতাজিনগর ও রবীন্দ্র সরোবর-সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় একাধিক দল পৃথকভাবে তল্লাশি চালাচ্ছে বলে খবর।সূত্রের খবর, বুধবার সকাল সাতটা নাগাদ কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (সিএপিএফ) নিরাপত্তায় ইডির একটি দল প্রথমে হানা দেয় উত্তর কলকাতার নারকেলডাঙা এলাকার বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী আব্দুর জব্বর মোল্লার বাড়িতে।অভিযোগ, আকর্ষণীয় রিটার্নের টোপ দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিপুল টাকা জমা নিয়ে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতেন তিনি। এরপরে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার আরও পাঁচটি ঠিকানায় একইসঙ্গে তল্লাশি চালায় ইডির পাঁচটি পৃথক দল।জানা গিয়েছে, এপিএম গ্রুপ নামে একটি পঞ্জি সংস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তোলা হত, যা পরবর্তীতে একটি শেল সংস্থার মাধ্যমে অন্যত্র সরানো হত। চিটফান্ড প্রকল্পে জমা রাখা অর্থ তছরুপের অভিযোগেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে বলে সূত্রের দাবি।নারকেলডাঙার পাশাপাশি নেতাজিনগর এলাকায় আব্দুর জব্বর মোল্লার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির বাসভবনেও পৌঁছয় ইডির দল। একই সময়ে রবীন্দ্র সরোবর এলাকার একাধিক ঠিকানাতেও তল্লাশি চালানো হয়।বেআইনি অর্থ আদায় ও কালো টাকা সাদা করার এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং তার শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখতেই এই বৃহৎ অভিযান বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর ধারায় এই তল্লাশি চলছে বলেও সূত্রের খবর।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 4

সম্পাদকীয়

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বুধবার

ডেঙ্গির দাপট, টিকার ডাক

মশা ছোট।কিন্তু তার কামড়ে আতঙ্কের পরিধি ক্রমশ বড় হচ্ছে। বর্ষা এলেই ডেঙ্গির চোখ রাঙানি নতুন করে সামনে আসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা পাঁচ হাজার পেরিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের হিসাবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫,০০২ অগস্টের শেষের তুলনায় যা দ্বিগুণেরও বেশি।এই পরিস্থিতি শুধু একটি রোগের পরিসংখ্যান নয়,এটি আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার সামনে প্রতি বছর ফিরে আসা এক কঠিন প্রশ্ন। মশা নিয়ন্ত্রণ, জমা জল পরিষ্কার, পুরসভা-পঞ্চায়েতের নজরদারি, দ্রুত পরীক্ষা এবং চিকিৎসা সবকিছু চললেও ডেঙ্গির দাপট পুরোপুরি থামছে না।ফলে প্রতিরোধের লড়াইয়ে নতুন অস্ত্রের প্রয়োজন স্পষ্ট।সেই জায়গাতেই আশার আলো দেখাচ্ছে ‘ডেঙ্গিঅল’। আইসিএমআর ও প্যানাসিয়া বায়োটেকের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই দেশীয় ডেঙ্গি টিকা একক ডোজের টেট্রাভ্যালেন্ট প্রতিষেধক হিসেবে তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ ডেঙ্গি ভাইরাসের চারটি সেরোটাইপ ডেনভি-১, ডেনভি-২, ডেনভি-৩ এবং ডেনভি-৪;কে লক্ষ্য করেই এর নকশা।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, টিকাটি এখন আর কেবল গবেষণাগারের ধারণা নয়। তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে ১০,৩৩৫ জন অংশগ্রহণকারীর এনরোলমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৪ সালে শুরু হওয়া এই পরীক্ষা ১৯টি কেন্দ্রে চালানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের টিকা বা প্লাসিবো দেওয়ার পর নিরাপত্তা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ চলছে।তবে এখানেই উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি সতর্কতার জায়গাটিও মনে রাখা জরুরি। ‘ডেঙ্গিঅল’ এখনও পরীক্ষাধীন প্রার্থী টিকা।চূড়ান্ত ক্লিনিক্যাল তথ্য বিশ্লেষণ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রয়োজনীয় অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সাধারণ মানুষের জন্য অনুমোদিত প্রতিষেধক বলা যাবে না। ২০২৭ সালে বাজারে আসার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে নির্মাতা সংস্থা কিন্তু সেটি নিশ্চিত বাজার-প্রবেশের তারিখ নয়।আর একটি প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে টিকা এলেই কি ডেঙ্গির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ? উত্তর, না। কারণ ডেঙ্গি শুধু হাসপাতালের সমস্যা নয় এটি শহর, গ্রাম, পাড়া, বাড়ি এবং নাগরিক অভ্যাসের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকা জনস্বাস্থ্যের সংকট।টিকা ভবিষ্যতে প্রতিরোধের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে কিন্তু তার পাশাপাশি মশার বংশবিস্তার রোধ, জমা জল নির্মূল, নজরদারি এবং দ্রুত চিকিৎসা চালিয়ে যেতেই হবে।ডেঙ্গির বিরুদ্ধে এতদিন লড়াইটা ছিল মূলত আক্রান্ত হওয়ার পরে।এবার বিজ্ঞান সেই লড়াইকে আক্রান্ত হওয়ার আগেই ঠেকানোর দিকে নিয়ে যেতে চাইছে। ‘ডেঙ্গিঅল’ সফল হলে ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় সেটি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় খুলতে পারে। কিন্তু সেই অধ্যায়ের সাফল্য শুধু টিকার সাফল্যে নয় সবার নাগালের মধ্যে তার প্রাপ্যতা, নিরাপত্তা, কার্যকারিতা, দাম এবং যথাযথ ব্যবহার সবকিছুর উপরই নির্ভর করবে।মশার ডানার শব্দ যেন আর মৃত্যুভয়ের বার্তা না হয়ে ওঠে এই প্রত্যাশাই এখন।

BRIC থেকে BRICS

ইতিহাসের পথ বেয়ে দিল্লির

১৮-তম সম্মেলনে ভারত

কৌশিক সেন
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় আসানসোল

প্রথম পর্ব

ভারতের নয়া দিল্লিতে, ভারত মণ্ডপমে ১২-১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬ সালে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১৮-তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে। এবারের ব্রিকস সম্মেলনের মূল থিম ছিল বিল্ডিং ফর রেজিলিয়েন্স, ইনোভেশন, কো-অপারেশন অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি। । আগে ব্রিকস এর ৫-টি সদস্য রাষ্ট্র ছিল যথা- ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না অ্যান্ড সাউথ আফ্রিকা। বর্তমানে ভারতের সরকারি (ঞ্কজ্জস্ক) রিপোর্ট এবং অফিসিয়াল ব্রিকস পোর্টাল তথ্য অনুযায়ী ২০২৬, ব্রিকস-এর ১১-টি সদস্য রাষ্ট্র। সেগুলি হল- ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না, সাউথ আফ্রিকা, ইথিওপিয়া, ইরান, ইউএই (ডড্ডক্ক), ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব। । ব্রিকস- হলো একটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতার গোষ্ঠী। ব্রিকস -এর যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল ২০০১ সালে তখ ন এটি একটি অর্থনৈতিক ধারণা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সময় এটি কোন আন্তর্জাতিক সংগঠন বা রাষ্ট্রপ্রধানের জোট ছিল না। একটি মার্কিন বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা সংস্থা ঝদ্রস্তুদ্বথ (খত্বন্ত-এর অর্থনীতিবিদ জ্বদ্ব ঞ্জ’ঞ্জুত্রত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করেন এই রিপোর্টের নাম ছিল বিল্ডিং বেটার গ্লোবাল ইকোনমিক ব্রিক। এই রিপোর্টে তিনি ব্রিক শব্দটি ব্যবহার করেন। সেই সময় ব্রিক বলতে বোঝানো হয়েছিল ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না। অর্থনীতিবিদ জ্বদ্ব ঞ্জ’ঞ্জুত্রত্ত তার গবেষণার রিপোর্টে দেখিয়েছিলেন যে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চিনের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে। কারণ এ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে বড় অভ্যন্ত রীণ বাজার, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং বিশ্ব অর্থনীতি গুরুত্ব বাড়বে তাই তিনি চার দেশের নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে ব্রিক শব্দটি ব্যবহার করেন।

পরবর্তীকালে চারটি দেশ নিজেদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ২০০৬ সালে শুধুমাত্র এই অর্থনীতির ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক যাত্রাপথের দিকে ক্রমশ পাবাড়াতে থাকে। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত হয় ঝ৮ ঞ্জন্ঠত্রথত্বত্ত্ব-এর পার্শ্ববৈঠক। সেখ ানে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত এবং চীনের নেতারা একসঙ্গে মিলিত হন এবং এই চারটি দেশের নেতারা বৈঠক করেন। ২০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ সালে নিউইয়র্কের ব্রাজিলের জাতিসংঘের ৬১-তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে অর্থাৎ এটি জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক সভা ছিল না বরং জাতিসংঘের পার্শ্ববর্তী মধ্যাহ্নভোজ বৈঠক ছিল। এখানেই চার দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকে চারটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন-রাশিয়া- (ত্রন্ত্বা জ্রথডদ্রড, ব্রাজিল - ঙ্কত্রস্তুদ্র ঞ্জদ্রহ্ব, ভারত - ঞ্কন্থ খত্ন থন্দ্বত্রন্দদত্রত্র এবং চিনের -ুখ জ্বত্রস্থত

২০০৬ সালের বৈঠকের গুরুত্ব কয়েকটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত; ব্রিক অর্থনৈতিক ধারণা থেকে রাজনৈতিক সহযোগিতার পথে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত-- চারটি দেশ নিজেদের অভিন্ন স্বার্থ (অর্থাৎ, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্য) দিকে স্বার্থ চিহ্নিত করতে শুরু করে।

তৃতীয়ত-- বিশ্ব অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলোর উপর প্রভাব বজায় না রেখে ভারত, চীন, ব্রাজিল ও রাশিয়ার মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলির প্রতিনিধিত্ব মতামত ও ক্ষমতা বাড়ানোর দাবি জোরালো হয়ে ওঠে।

চতুর্থত-- নিয়মিত বৈঠক ও পরামর্শের মাধ্যমে ভবিষ্যতে একটি স্থায়ী সহযোগিতামূলক কাঠামো তৈরীর একটি ভিত্তি তৈরি হয়।

অবশেষে, ব্রিক তার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ১৬-ই জুন ২০০৯ সালে ঐতিহাসিক প্রথম সম্মেলন রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবুর্গ (ত্রদ্ধখঞ্জ ঠত্র ত্নন্ড্র-এ চারটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে মিলিত হন। অংশগ্রহণকারী নেতারা ছিলেন; ব্রাজিল- জ্রন্থ জ্জ স্নত্বদ্র জ্রন্ডস্তু ত্মখ ছুত্তখ, রাশিয়া- ঙ্গদ্বঠা থত্রত্মডত্রত্মত্রড, ভারত- থখ দ্বদ্রস্তু ৎ ত্বচিন- ছন্ড জ্ব ঠখদ্র

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল---

১. বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট। ২. আইএমএফ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক - এর সংস্কার। ৩. মার্কিন ডলারের আধিপত্য নিয়ে আলোচনা। ৪. বহুমেরু বিশ্ব ব্যবস্থা বা মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড অর্ডার -এর আলোচনাকে শক্তিশালী করা। ৫. খাদ্য, জ্বালানি ও জলবায়ু নিরাপত্তা।

১৫ এপ্রিল ২০১০ সালে ব্রাজিলের, ব্রাসিলিয়াতে দ্বিতীয় স্কন্ত্তজ্জঞ্ছ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল--- ১. বিশ্ব অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার। ২. আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার। ৩. ব্রিক দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি। ৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। ৫. খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা।

২০১০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্রিক-এ যোগদান দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এবং, ২০১১ সালে চিনে অনুষ্ঠিত হয় ব্রিক-এর তৃতীয় সম্মেলন। সেখানেই দক্ষিণ আফ্রিকা যোগদানের মাধ্যমে স্কন্ত্তজ্জঞ্ছ এর নাম পরিবর্তিত হয়ে ব্রিকস হয়। অর্থাৎ, ব্রিকস-এর পূর্ণরুপ;স্ক- ব্রাজিল, ট্ত- রাশিয়া, জ্জ- ইন্ডিয়া, ঞ্ছ-চায়না, (- সাউথ আফ্রিকা।

দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে; ১. আফ্রিকা মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায়। ২. স্কন্ত্তজ্জঞ্ছ(-এর ভৌগোলিক পরিসর বাড়ে। ৩. দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তির ফলে আফ্রিকা মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি পায় এবং স্কন্ত্তজ্জঞ্ছ(-এর ভৌগোলিক পরিসর সম্প্রসারিত হয় এবং, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরো বিস্তৃত হয়।

২৯ মার্চ ২০১২ ভারতের, নয়া দিল্লিতে চতুর্থ ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল বিষই ছিল- ব্রিকস পার্টনারশিপ ফর গ্লোবাল স্ট্যাবিলিটি সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রসপারিটি অর্থাৎ, বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য ব্রিকস -এর অংশীদারিত্ব। এই সম্মেলনে ব্রিকস সদস্য ভুক্ত তথা ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপ্রধানরা অংশগ্রহণ করেন এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড. মনমোহন সিং এবং তিনি এই সম্মেলনে নেতৃত্ব দেন। এটিই ব্রিকস -এর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো--- উন্নয়নশীল দেশগুলির বিদ্যুৎ, পরিবহন, জল এবং পরিবেশবান্ধব ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য বড় অংকের অর্থ দরকার। ব্রিকস - দেশগুলি উপলব্ধি করে যে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আইএমএফ -এর মতে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার পাশাপাশি যদি একটি উন্নয়ন ব্যাংক থাকে তাহলে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সংগ্রহের জন্য একটি নতুন সুযোগ তৈরি হবে। এই উদ্যোগকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভারত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সম্মেলনের অন্য সিদ্ধান্ত ছিল নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ। যদিও ব্রিকস-এর সম্মেলন ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে এই সম্মেলনের মধ্য দিয়েই ব্যাংক গঠনের প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি লাভ করে। পরবর্তীকালে ২০১৪ সালে ফোরতালেজা সম্মেলনে নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০১৫ সালে ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 5

করণদিঘিতে প্রাক্তন

বিধায়ককে ডিম ছুড়ে হামলা, প্রতিবাদে সোচ্চার গৌতম পাল

শুভজিৎ দাস, নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে বিডিও অফিসে ব্যক্তিগত কাজে গিয়ে চরম হেনস্তার শিকার হলেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন তৃণমূল নেতা গৌতম পাল। মঙ্গলবার অফিস চত্বরে তাঁকে ঘিরে তীব্র বিক্ষোভ দেখায় একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ, তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় এবং মুখে-গায়ে ডিম ছোড়া হয়। ঘটনার ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ছড়াতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও প্রাক্তন শাসকদলীয় বিধায়ক এভাবে প্রকাশ্যে আক্রান্ত হলেন বলে দাবি করা হচ্ছে।পরদিন বুধবার রায়গঞ্জের উত্তর দিনাজপুর প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে গৌতমবাবু ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি জানান, পুলিশের কাছে আগাম সাহায্য চেয়েও পাননি। নির্দিষ্ট কিছু হামলাকারীকে চিহ্নিত করা গেছে

এবং তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে। আক্রমণকারীদের হাতে কোনও দলীয় পতাকা না থাকায় ঘটনার পেছনে রাজনৈতিক দলের নাম সরাসরি না বললেও, তিনি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরোধী ঐক্যের ডাক দেন।নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি জানান, বর্তমানে তিনি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নন এবং নির্বাচনের পর থেকে তৃণমূলের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই। ১০০-১৫০ জনের এই তাণ্ডবে তিনি ভয় পেয়ে মাঠ ছাড়বেন না এবং আগামী দিনেও রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন। গণতান্ত্রিক দেশে স্বাধীন চলাফেরার অধিকার খর্ব হলে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ভুতনির প্লাবিত এলাকায়

ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ১০ ট্রাক ত্রাণ পাঠাল মালদার ব্যবসায়ী সংগঠন

নয়া জামানা, মালদা ঃ মালদার বন্যাবিধ্বস্ত ভুতনির প্লাবিত এলাকার দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে যৌথ উদ্যোগ নিল জেলার একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠন। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-র নেতৃত্বে ব্যবসায়ী সমাজের সার্বিক সহযোগিতায় সংগৃহীত ১০ ট্রাক ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে মালদা জেলা প্রশাসনের হাতে। সম্প্রতি মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বর থেকে এই ত্রাণবাহী গাড়িগুলিকে ভুতনির উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়।টানা বৃষ্টি ও বন্যায় চরম বিপাকে পড়েছেন ভুতনির হাজার হাজার বাসিন্দা। জলবন্দি মানুষের কাছে দ্রুত খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দিতেই এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন ত্রাণসামগ্রী হিসেবে পাঠানো ১০টি ট্রাকে ছিল বিপুল পরিমাণ চাল, ডাল, আলু, শিশুদের জন্য বেবি ফুড, বিশুদ্ধ পানীয় জল, মশারি এবং চাদর। বানভাসি মানুষদের কাছে দ্রুত এই সামগ্রী পৌঁছে দেওয়াই উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য।ত্রাণ বিতরণের এই সূচনা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর, বিধানসভার মুখ্য সচেতক তথা ইংলিশবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি, মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ

কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহা-সহ সংগঠনের কর্মকর্তা ও সদস্যরা। এছাড়াও ত্রাণ তুলে দেওয়ার কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পোদ্যোগী বিধান রায়, বিকাশ শর্মা ও রাজেন্দ্র জৈন।প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি ত্রাণকাজের পাশাপাশি ব্যবসায়ী মহলের এই সহমর্মিতা ও এগিয়ে আসা দুর্গত এলাকার মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেবে। ভুতনি অঞ্চলের বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ কমাতে এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে জেলা প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সমাজ যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

বর্ধমানে ইস্পাত কারখানায়

আবার বিস্ফোরণ, আশঙ্কাজনক ২

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ বর্ধমানের পালিতপুরের এক ইস্পাত কারখানায় মঙ্গলবার রাতে ফার্নেস বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হলেন দুই শ্রমিক। আহতদের নাম বলদেও প্রসাদ যাদব এবং অনুতোষ ঘোষ।

তাদের উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আহত বলদেও প্রসাদ যাদবের বাড়ি বিহারের গয়া জেলায় এবং অনুতোষ ঘোষ বর্ধমানের মেমারী থানা এলাকার বাসিন্দা।ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছায় পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাব ছিল, তা

পুলিশ ও দমকল যৌথভাবে তদন্ত করে দেখছে।তবে একের পর এক এই ধরণের ঘটনায় পালিতপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগেই এই একই কারখানায় ফার্নেস বিস্ফোরণে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল এবং আরও একজন গুরুতর আহত হন, যিনি এখনও চিকিৎসাধীন। বারবার একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটায় কারখানার কাজের পরিবেশ এবং শ্রমিকদের ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড়সর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উৎসবের মরশুমে শব্দদূষণ রুখতে পূর্ব

মেদিনীপুরে সাউন্ড মালিকদের সচেতনতা সভা

নয়া জামানা, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ আসন্ন দুর্গাপূজা ও উৎসবের মৌসুমে লাউডস্পিকার জনিত শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ নিল পূর্ব মেদিনীপুর সাউন্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সম্প্রতি তমলুকে আয়োজিত সংগঠনটির বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিবেশ আদালতের নির্দেশিকা ও সরকারি নিয়ম মেনে সাউন্ড সিস্টেম চালানোর ওপর জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা পরিষদের সভাধিপতি বামদেব

গুছাইত বলেন, 'উৎসবের আনন্দ যেন অন্যের যন্ত্রণার কারণ না হয়।' সভায় নির্দেশ দেওয়া হয়, রাত ১০টার পর উচ্চশব্দে বক্স বা ডিজে বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পাশাপাশি জনবসতিপূর্ণ এলাকা ও মণ্ডপের চারপাশে অতিরিক্ত বাস ও ক্ষতিকারক সাউন্ড বক্স ব্যবহারে কড়া নজরদারি থাকবে। সাধারণ প্যান্ডেল কমিটিগুলোকেও এ বিষয়ে সচেতন করা হবে। সভায় 'সবুজ মঞ্চ'-এর প্রতিনিধিসহ জেলার প্রায় ৭০টি সাউন্ড সিস্টেমের মালিক পক্ষ উপস্থিত থেকে আদালতের সমস্ত নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনার অঙ্গীকার করেন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 6

পুজো মিটলেই বাঁকুড়ায় রাস্তার ধারের ‘বিপজ্জনক’ জীর্ণ বাড়ি ভাঙার সিদ্ধান্ত

রাখি গরাই, নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ দুর্গাপুজো শেষ হলেই বাঁকুড়া শহরে রাস্তার পাশে থাকা বিপজ্জনক ও জীর্ণ ভবনগুলি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার ভৈরবস্থান এলাকায় বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানার একটি পুরোনো কার্যালয় আচমকা ভেঙে পড়ে। ঘটনার ফলে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হলেও সৌভাগ্যবশত কেউ হতাহত হননি। এই ঘটনার পরেই তৎপর হয়ে উঠেছেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি জানান, উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে পুজোর আগে ভবন ভাঙার কাজ শুরু করা হবে না। তবে পুজো মিটলেই সমস্ত বিপজ্জনক বাড়ি চিহ্নিত করে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা

বলা হয়েছে। অন্যদিকে, জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, বিপজ্জনক বাড়ি ভাঙার আগে আইন মেনে বাড়ির মালিকদের নোটিস পাঠানো-সহ কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হলেও চূড়ান্ত প্রক্রিয়া এখনও বাকি। বাঁকুড়ার মাচানতলা, ইন্দারাগোড়া, কালীতলা, স্কুলডাঙা ও ফিডার রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বহু জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বাড়ি রয়েছে। অনেক ভবনের তলায় বহাল তবিয়তে ব্যবসা চলছে। শহরের ট্রাফিক মোড়ের পাশে পুরনো এফসিআই গুদাম ও পুর ভবন লাগোয়া পরিত্যক্ত ভবনগুলিও এখন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। টানা বৃষ্টির ফলে যে কোনো মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা।

১৯ দফা দাবিতে বাঁকুড়ায় আদিবাসীদের জেলা শাসক দফতর অভিযান

নয়া জামানা, বাঁকুড়াঃ সাঁওতালি মাধ্যমের পৃথক শিক্ষা বোর্ড গঠন, কুড়মিদের আদিবাসী তকমা দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ এবং বন্ধ থাকা স্কুল হোস্টেল চালুর মতো ১৯ দফা দাবিতে সোচ্চার হল ভারত জাকাত মাঝি পরগণা মহল।

বুধবার এই সামাজিক সংগঠনের বিশাল মিছিল বাঁকুড়ার জেলা শাসক দফতরের দিকে এগোলে চরম উত্তেজনা ছড়ায়। ডিআইজি মোড়ের সামনে পুলিশি ব্যারিকেড দিয়ে মিছিল আটকানোর চেষ্টা করা হলে ক্ষুব্ধ বিক্ষোভকারীরা তা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে মিছিলকারীদের ধস্তাধস্তি ও হালকা ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে বিক্ষোভকারীরা রাস্তার ওপর বসেই তাঁদের কর্মসূচি চালিয়ে যান।

সংগঠনের নেতৃত্বের অভিযোগ, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ বিভিন্ন জেলায় একের পর এক হোস্টেল বন্ধ হওয়ায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন স্তব্ধ হচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় সাঁওতালি মাধ্যমের অভাব এবং ভুয়ো এসটি শংসাপত্রের দাপটে প্রকৃত আদিবাসীরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন এবং দাবি না মানলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

ভুয়ো শোকজ নোটিশে বিজেপির অস্বস্তি, পূর্ব বর্ধমানে থানায় লিখিত অভিযোগ

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমান জেলায় বিজেপির তিন নেতা-নেত্রীর নামে একটি জাল শোকজ নোটিশ তৈরি করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার এই বিষয়ে বর্ধমান থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি নেতারা। একই সাথে বর্ধমান প্রেস কর্নারে একটি সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে পুরো বিষয়টি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন তাঁরা। অভিযোগকারী তিন বিজেপি ব্যক্তিত্ব হলেন বিজেপির যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি সুরজিৎ দাস মণ্ডল, মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক অজয় পাশওয়ান এবং জেলা বিজেপি কার্যকর্তা সঙ্গীতা শর্মা। সম্প্রতি তাঁদের নামে একটি শোকজ চিঠি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আচমকাই ভাইরাল হয়ে যায়। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বিজেপি নেতারা দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করেন। সেখান থেকেই নিশ্চিত করা হয় যে দল থেকে এই ধরনের কোনো

নোটিশ আদৌ জারি করা হয়নি এবং ভাইরাল হওয়া চিঠিটি সম্পূর্ণ ভুয়ো। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি নেতৃবৃন্দ জানান, একটি নির্দিষ্ট সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল প্রথম এই জাল চিঠিটি প্রকাশ করে, যা পরবর্তীতে আরও কয়েকটি ডিজিটাল মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে তাঁদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সুরজিৎ দাস মণ্ডল ও সঙ্গীতা শর্মা স্পষ্ট অভিযোগ করেন যে, বিজেপি কর্মীদের হেয় করার উদ্দেশ্যেই একটি পরিকল্পিত চক্রান্তের মাধ্যমে এই ভুয়ো চিঠি ছড়ানো হয়েছে। যে ব্যক্তির নামে এই জাল নোটিশ তৈরির প্রাথমিক তথ্য তাঁদের কাছে এসেছে, তাঁর নাম উল্লেখ করেই থানায় নির্দিষ্ট অভিযোগ জমা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনকারী ওই সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলগুলির বিরুদ্ধেও ব্যবস্থার আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কড়া আইনি পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব।

অবকাঠামোর চরম অবহেলা, রঘুনাথগঞ্জে বেহাল পরিষেবা ও অস্বাস্থ্যকর খাবারের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদঃ মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশ ও পরিকাঠামো নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ক্লাসরুমের বেশিরভাগ সিলিং ফ্যান বিকল হয়ে থাকায় ক্লাস করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ার উপক্রম হচ্ছে বলে অভিযোগ ছাত্রীদের। একই সাথে মিড-ডে মিলেও চরম অনিয়ম চলায় নিম্নমানের ও অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের অভিযোগ তুলে স্কুল চত্বরে প্রতিবাদে সরব হয়েছে পড়ুয়ারা। তাদের সাথে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরাও। অভিভাবকদের দাবি, বারবার প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনো

সমাধান মেলেনি। পচা-গলা খাবার খেয়ে ছাত্রীদের শরীর খারাপ হচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের এই উদাসীনতা তাদের বাধ্য করেছে সোচ্চার হতে। অবিলম্বে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা। অন্যদিকে, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান যে বিষয়টি ইতিমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। দ্রুত কয়েকটি ফ্যান মেরামতের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং মিড-ডে মিলের মান খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট টিমকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি স্তরে পরিকাঠামো উন্নয়নের নানা দাবি করা হলেও, রঘুনাথগঞ্জের এই ঘটনা সেই দাবির ওপর বড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। এখন দেখার, এই ক্ষোভের পর প্রশাসন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেয় কি না।

মহানন্দা নদীতে অবৈধ বালি তোলার চেষ্টা ভণ্ডুল ! পুলিশের অতর্কিত হানায় আটক ট্রাক্টর

রাজ্যজুড়ে অবৈধ বালি খনন ও পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া বার্তার মাঝেই বড়সড় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। বুধবার ভোররাতে শিলিগুড়ির সালুগাড়া মহানন্দা নদীর ঘাটে আচমকা অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বালি তোলার কাজে যুক্ত থাকা তিনটি ট্রাক্টর বাজেয়াপ্ত করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পুলিশের এই আকস্মিক পদক্ষেপে বালি মাফিয়া মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার ভোররাতে গোপন সূত্রে খবর আসে যে বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর অবৈধভাবে বালি তোলার উদ্দেশ্যে সালুগাড়া ঘাটে প্রবেশ করেছে। এই খবরের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ আসরে নামে ভক্তিনগর থানার একটি বিশেষ পুলিশ দল। অভিযানে সাধারণ পোশাকের পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরাও অংশ নেন। নদীর ঘাট এলাকায় পুলিশ ও জওয়ানদের হঠাৎ হানা দিতেই বিষয়টি টের পেয়ে যায় চালক ও বালি কারবারিরা। পুলিশের গাড়ি দেখে তারা ট্রাক্টরগুলি ফেলে রেখেই চম্পট দেয়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ওই তিনটি পরিত্যক্ত ট্রাক্টর উদ্ধার করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসে। বর্তমানে বাজেয়াপ্ত হওয়া গাড়িগুলির বিরুদ্ধে কড়া সিজার প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট ধারায় আইনি পদক্ষেপ শুরু করেছে পুলিশ।

শৌচালয়হীন জোরপাকরি বাজার, আড়াই দশক ধরে নাজেহাল ব্যবসায়ী থেকে মহিলারা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬/১৩৩ নম্বর বুথের অন্তর্গত জোরপাকরি বাজারে দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর ধরে স্থায়ী কোনো শৌচালয় না থাকায় প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ। কয়েক বছর আগে বাজারে একটি শৌচালয় তৈরি করা হলেও পরবর্তীতে সেটি ভেঙে সেখানে জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্ক বসানো হয়। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত নতুন কোনো শৌচালয় গড়ে ওঠেনি। ফলে বাধ্য হয়ে অনেককে সংলগ্ন নদী কিংবা বাঁধের ফাঁকা জায়গায় যেতে হচ্ছে, যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ও কষ্টদায়ক। বাজার

সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা এবং স্থানীয় স্কুল। ব্যাংক ও স্কুলের কাজে প্রতিদিন বহু মহিলা বাজারে আসেন। শৌচালয় না থাকায় তাঁদের আশপাশের বাড়িগুলির দ্বারস্থ হতে হয়। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় বাইরে থেকে আসা অভিভাবকদের ভোগান্তি চরমে ওঠে। দীর্ঘদিনের এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত নতুন শৌচালয় নির্মাণের দাবি তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক ব্রজদেব রায় জানান, দ্রুত সমাধান জরুরি এবং তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েতে লিখিতভাবে বিষয়টি জানাবেন। অন্যদিকে, ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মঙ্গলি রায় ও প্রধান বেবি বেপারী আশ্বাস দিয়েছেন যে দ্রুতই এই সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 7

যুদ্ধের ছায়ায় আম্মানে এএফসি অভিযানে ইস্টবেঙ্গলের

নয়া জামানাঃ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পরিবেশের মধ্যেই আন্তর্জাতিক অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। বুধবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টু-র প্রথম ম্যাচে আম্মান ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে জর্ডনের চ্যাম্পিয়ন আল হুসেনের মুখোমুখি হবে লাল-হলুদ ব্রিগেড।গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েল। ২৮ ফেব্রুয়ারি যৌথ মার্কিন-ইজরায়েলি হামলায় তেহরানে নিহত হন ইরানের দীর্ঘদিনের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই। তারপর থেকেই প্রতিশোধমূলক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান, লক্ষ্যবস্তু করেছে গোটা অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলিকে। জর্ডনও এই সংঘাতের বাইরে নয়। সপ্তাহখানেক আগে জর্ডনের মুয়াফফক সলতি বিমানঘাঁটি লক্ষ্য করে একাধিক ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়েছে ইরান, যার একাংশ প্রতিরোধ করে জর্ডন ও মার্কিন বাহিনী, তবে কয়েকটি আঘাত হানে সরাসরি।আম্মান ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে ওই ঘাঁটির দূরত্ব মাত্র ৮৫ কিলোমিটার। স্টেডিয়ামের কাছেই রয়েছে কিং আবদুল্লা স্পেশাল অপারেশন ট্রেনিং সেন্টার, যেখানে মার্কিন ও জর্ডন বাহিনী যৌথ মহড়া চালায়। যদিও সেখানে এখনও সরাসরি হামলা হয়নি, আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে ভবিষ্যতে হামলার।তা সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়েই মাঠে নামছে দুই দল। ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিয়ে আয়োজক সংস্থার তরফে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বাছাইপর্বে কুয়েতের আল আরাবিকে ৪-১ গোলে হারিয়ে মূলপর্বে জায়গা করে নিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যুদ্ধ-পরিস্থিতির মধ্যেও আন্তোনিও হাবাসের দল ঘরের বাইরে কঠিন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।

ভারতীয় রণতরীকে পাক জাহাজের ধাক্কা, পাক দূতকে তলব দিল্লির

নয়া জামানা,নয়াদিল্লাঃ আরব সাগরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভারতীয় নৌসেনার একটি রণতরীকে ধাক্কা মারল পাকিস্তানি যুদ্ধজাহাজ। ঘটনার পরই তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত সরকার। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ভারতে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে। তবে গোটা প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি ইসলামাবাদ। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গদর বন্দরের কাছে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছিল ভারতীয় নৌসেনার রণতরীটি। সেই সময় একটি পাক যুদ্ধজাহাজ দ্রুতগতিতে সেদিকে এগিয়ে আসে এবং আচমকা গতিপথ বদলায়। এর জেরেই দুই যুদ্ধজাহাজের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।সূত্রের দাবি, ভারতীয় রণতরীটি স্বাভাবিক অভিযানের অংশ হিসেবেই

চলাচল করছিল। কোনও জাহাজের গতিবিধি নিয়ে সন্দেহ দেখা দিলে পারস্পরিক যোগাযোগ রাখাই দস্তুর, কিন্তু পাক জাহাজটি বিপজ্জনকভাবে দিক পরিবর্তন করে বলে অভিযোগ। ভারতীয় নৌবাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি বড় বিপদের দিকে গড়ায়নি। ভারতীয় রণতরীর কোনও ক্ষতি না হলেও সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাক যুদ্ধজাহাজটি, যা পরে করাচি বন্দরে ফিরে যায়।এই ঘটনার কড়া নিন্দা করেছে বিদেশ মন্ত্রক। তাদের বক্তব্য, পাক নৌসেনার এই আচরণ ১৯৯১ সালে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সামরিক মহড়া, অভিযান ও সৈন্য চলাচল সংক্রান্ত পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি চুক্তির ১০ নম্বর অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

মেরুদণ্ড সোজা রাখুন, ইউপিআই ট্যাক্স নিয়ে মোদীকে নিশানা রাহুলের

নয়া জামানা ঃ ইউপিআই লেনদেনের ওপর বসানো নতুন ফি বা ইউপিআই ট্যাক্স অবিলম্বে প্রত্যাহার করার কড়া দাবি জানালেন কংগ্রেস সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। বুধবার একটি ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরাসরি নিশানা করে তিনি অভিযোগ করেন, আমেরিকার বাণিজ্য স্বার্থপূরণ এবং ট্রাম্প প্রশাসনকে সন্তুষ্ট করতেই দেশের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ওপর পরোক্ষভাবে এই করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের নতুন ইউপিআই নিয়ম অনুযায়ী, ২,০০০ টাকার ওপর ব্যবসা সংক্রান্ত বা মার্চেন্ট লেনদেনে ০.৪ শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ৭৫,০০০ টাকা বা তার বেশি টাকার লেনদেনে এই ফি সর্বোচ্চ ৩০০ টাকায় নির্দিষ্ট করা থাকবে বলে জানানো হয়েছে।কেন্দ্র সরকারের দাবি, এই মাশুল সরাসরি সাধারণ গ্রাহকদের দিতে হবে না, এটি কেবল ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বিরোধী দলনেতা সহ সমালোচকদের স্পষ্ট মত, ব্যবসায়ীরা এই বাড়তি খ রচের বোঝা সামলাতে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেবেন, যার চূড়ান্ত মাশুল

গুনতে হবে সাধারণ আমজনতাকেই।ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রীকে চরম আক্রমণ করে রাহুল গান্ধী বলেন, মোদীজি প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের ওপর ইউপিআই কর চাপিয়ে দিয়েছেন এবং ভারত থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পাইয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছেন।মোদী সরকার আমেরিকার চাপের কাছে নতিস্বীকার করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রসঙ্গ টেনে রাহুল বলেন, ইন্দিরাজিকে একবার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি ডানপন্থার দিকে ঝুঁকে আছেন নাকি বামপন্থার দিকে? ইন্দিরার সংক্ষেপ জবাব ছিল - আমি ডানেও ঝুঁকি না, বামেও ঝুঁকি না, আমি সোজা দাঁড়িয়ে থাকি'।এর পরেই মোদীকে কটাক্ষ করে কংগ্রেস নেতা যোগ করেন, কিন্তু মোদীজির নীতি সম্পূর্ণ আলাদা।

তিনি ডান বা বাম কোনও দিকেই ঝুঁকে নেই। তিনি একেবারে সোজা শুয়ে পড়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।ভিডিওর শেষে বিরোধী দলনেতা প্রধানমন্ত্রী মোদীর উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আমেরিকার সামনে এভাবে মাথা ঝোকানো বন্ধ করুন। নিজের মেরুদণ্ড সোজা রেখে ভারতের স্বার্থরক্ষা করুন এবং এই ক্ষতিকর ইউপিআই ট্যাক্স অবিলম্বে ফিরিয়ে নিন।

মক্কায় হাউথি ড্রোন হামলা
ধ্বংস করল সৌদি আকাশ প্রতিরক্ষা

নয়া জামানা ঃ ইরান সমর্থিত ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হাউথির সঙ্গে সৌদি আরবের সংঘর্ষ ক্রমশ ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। সৌদির পশ্চিম উপকূল লক্ষ্য করে একের পর এক ব্যালেস্টিক মিসাইল ছুড়ছে বিদ্রোহীরা। এই উত্তেজনার মধ্যেই আশঙ্কা সত্যি করে ইসলামের পবিত্রতম শহর মক্কায় ড্রোন হামলা চালাল হাউথিরা। তবে সৌদি আরবের দাবি, মক্কার আকাশসীমায় প্রবেশের আগেই ড্রোনটি ধ্বংস করা হয়েছে। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। অন্যদিকে ইয়েমেনে সৌদির একটি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করার দাবি করেছে হাউথিরা।সৌদি আরবের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মক্কায় ড্রোন হামলা চালায় হাউথিরা। গত এক দশকে এই প্রথম মুসলিম বিশ্বের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র আক্রমণের লক্ষ্য হলো। যদিও মক্কার নির্ধারিত আকাশসীমায় প্রবেশের আগেই ড্রোনটি ধ্বংস করা হয় বলে দাবি সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের। তবে ড্রোনটি শহরের কতটা কাছাকাছি পৌঁছেছিল, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়নি তারা। এই দাবি খারিজ করেছে হাউথিরা। বুধবার তাদের সামরিক মুখপাত্র ইয়াহিয়া সারি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য ছিল সৌদির তেল ভাণ্ডার ও সামরিক ঘাঁটি, যা মক্কা থেকে বহু দূরে অবস্থিত। তিনি সৌদি শাসনব্যবস্থার বিবৃতিকে মিথ্যা প্রচারণা বলে অভিহিত করেন।মক্কা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ভারত। বুধবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বিবৃতিতে জানান, সৌদি আরবের সার্বভৌম ভূখণ্ডে হামলা এবং বেসামরিক নাগরিক ও পরিকাঠামো বিপন্ন করার প্রচেষ্টার কড়া নিন্দা জানায় ভারত। তিনি অঞ্চলে দ্রুত শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

শেহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ককে জঙ্গি সংগঠন ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়া জামানা ঃ পাকিস্তান-ভিত্তিক শেহজাদ ভাট্টি নেটওয়ার্ক (এসবিএন)-কে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বুধবার বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন বা ইউএপিএ-র আওতায় এই ঘোষণা করা হয়। এর ফলে অস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদক পাচার এবং তরুণ ও অপরাধীদের সন্ত্রাসে প্ররোচিত করার অভিযোগে অভিযুক্ত এই গোষ্ঠীটি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের সন্ত্রাসী সংগঠন-এর তালিকাভুক্ত হল।এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জিরো টলারেন্স নীতি রূপায়ণের লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদক পাচারের পাশাপাশি তরুণ ও ছোটখাটো অপরাধীদের সন্ত্রাসবাদে প্ররোচিত করার অভিযোগও রয়েছে গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যাহত করতে হিংসাত্মক তৎপরতা ও বিদ্বেষমূলক ডিজিটাল কনটেন্ট প্রকাশেরও অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এই গোষ্ঠীর একাধিক সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছেন গোয়েন্দারা। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা দিবসের আগে দেশজুড়ে বড়সড় নাশকতার ছক কষেছিল এই গোষ্ঠী। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ও রাজ্য পুলিশের যৌথ তৎপরতায় সেই চক্রান্ত ভেস্তে যায়। রিয়েল-টাইম তথ্য আদানপ্রদানের ভিত্তিতে গত ১২ অগস্ট দেশের ১৪টি রাজ্যে একযোগে অভিযান চালানো হয়, যাতে দু'হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয় এবং ৮০টিরও বেশি এফআইআর দায়ের হয়।তল্লাশি অভিযানে উদ্ধার হয় আইইডি এবং বহু তাজা কার্তুজ। উদ্ধার হওয়া গ্রেনেডের গায়ে মেলে পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি-র সিলমোহর।

পাশাপাশি পিস্তল এবং নজরদারির কাজে ব্যবহৃত সিসিটিভি ক্যামেরাও বাজেয়াপ্ত করেছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। এই ঘটনার পরই এসবিএন-কে জঙ্গি সংগঠন ঘোষণার প্রস্তুতি শুরু হয়, যা বুধবার আনুষ্ঠানিক রূপ পেল।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 16-09-2026 22:21 Page 8

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কট

সিদ্ধান্তের দায় স্বীকার আসিফ নজরুলের

নয়া জামানাঃ আইপিএল থেকে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছাঁটাইয়ের পর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের অংশ না নেওয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত মূলত তৎকালীন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলের ছিল বলে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উঠে এসেছে। যদিও প্রতিবেদনে সরাসরি কার সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে খেলেনি, তা উল্লেখ করা হয়নি।বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক। বুধবার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে সাংবাদিক সম্মেলনে ২২ পাতার তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেন কমিটির প্রধান তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অতিরিক্ত সচিব ড. একেএম ওয়ালি উল্লাহ। কমিটির অন্য দুই সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা বর্তমান প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশার এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার

ফয়সল দস্তগির।প্রতিবেদনের ১৯ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কোনও একজনের নেওয়া উচিত নয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ফয়সল স্পষ্ট করেন, একজন বলতে তৎকালীন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকেই বোঝানো হয়েছে। মূল দায় কার, জানতে চাইলে ওয়ালি উল্লাহ বলেন, এটা সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল।এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফেসবুক পোস্টে সিদ্ধান্তের দায় স্বীকার করেন আসিফ নজরুল। তিনি লেখেন, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে মূলত তাঁরই ছিল এবং তিনি আগেও প্রকাশ্যে তা জানিয়েছেন।আসিফের দাবি, বিসিসিআইয়ের নির্দেশে মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার পরই নিরাপত্তাহীনতা ও বাংলাদেশের প্রতি অবমাননার প্রতিবাদে বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর দাবি, আইসিসির একটি প্রতিবেদনেও নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা ছিল। বিকল্প ভেন্যুতে খেলার জন্যও চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। একই সঙ্গে এত দিন পর তদন্ত ও রিপোর্ট প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন ক্রীড়া উপদেষ্টা।

জাতীয় ভলিবল নির্বাচনে ভোটাধিকার

হারাল বাংলা, সচিবের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক

নয়া জামানা ঃ নতুন ক্রীড়া প্রশাসন আইন মেনে নির্বাচন হতে চলেছে জাতীয় ভলিবল ফেডারেশনে। কিন্তু সেখানে অংশ নিতে পারবে না বঙ্গ ভলিবল সংস্থা। কারণ সেই নির্বাচনের যে ভোটার লিস্ট প্রকাশ করেছে ফেডারেশন, তাতে নাম নেই বাংলার কোনও প্রতিনিধির।কেন এই পরিস্থিতি? সূত্রের খবর, রাজ্য সংস্থার সচিব পল্টু রায়চৌধুরীর নিয়মভঙ্গের জেরেই ফেডারেশনের নির্বাচনে ব্রাত্য থাকছে বাংলা। নির্বাচনে ভোটার হিসেবে পার্থ দাস এবং বিশ্বজিৎ ঘোষের নাম ফেডারেশনের কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি। যদিও বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক না ডেকেই সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সচিব। যা নিয়ে তাঁরা ফেডারেশনের ইলেক্টোরাল অফিসারের দ্বারস্থ হন। তিনি দুপক্ষের সঙ্গেই কথা বলেন। তারপর ফেডারেশনের ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায়, তাতে নাম নেই বাংলার কোনও প্রতিনিধির। অর্থাৎ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে না বাংলা।কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক না ডেকে প্রতিনিধির নাম না পাঠানোর অভিযোগ মেনে নিয়েছেন সচিব। তাঁর দাবি, ৩ সেপ্টেম্বর ফেডারেশন নির্বাচনের জন্য দুই প্রতিনিধির নাম পাঠানোর চিঠি পেয়েছি। নাম পাঠাতে হত ৫

সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অত তাড়াতাড়ি কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক ডাকা যায় না। কারণ জেলা সংস্থাগুলিও কমিটির সদস্য। জেলার লোকের পক্ষে এত দ্রুত কলকাতা এসে বৈঠকে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।কিন্তু সেই বৈঠক কি অনলাইনে করা যেত না? যেখানে করোনা-পরবর্তী বিশ্বে অনলাইন বৈঠক সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি সচিব। তবে তাঁর দাবি, সংস্থার অফিস বেয়ারারদের সঙ্গে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অবশ্য প্রাথমিকভাবে নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি জানা নেই বলে জানান সচিব। তারপরেই বলেন, বাংলার নাম ফেরানোর জন্য চিঠি লিখছেন তিনি। কিন্তু জানা না থাকলে কীভাবে চিঠি লিখছেন তিনি? প্রশ্ন করতেই সচিবের জবাব, মৌখিকভাবে বিষয়টি জেনেছি।বিরোধীদের অভিযোগ, ফেডারেশন থেকে নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছিল ২৯ আগস্ট, ৩ সেপ্টেম্বর নয়। চিঠি পেয়ে নিজের অনুগামীদের সঙ্গে বৈঠক করে দুটি নাম পাঠিয়ে দেন সচিব। প্রাক্তন ভলিবলার গোবিন্দ ভট্টাচার্যের কথায়, অনৈতিকভাবে নিজের বৃত্তে থাকা লোকজনের সঙ্গে কথা বলে দুটো নাম পাঠিয়ে দেন সচিব। এমনিতেও যাবতীয় কাজ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেই করেন তিনি। আমরা অতীতেও এর প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু সচিব আমাদের কথা শোনেন না। বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদে সরব হন বিরোধীরা। ফেডারেশনের ইলেক্টোরাল অফিসারকে তারা ই-মেইল করেন। এরপরই শুনানি হয়। এবং ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়ে বাংলা।

এশিয়াডের আগে ধাক্কা

চোটে ছিটকে গেলেন বরুণ

নয়া জামানা ঃ এশিয়ান গেমসের আগে ফের চোটের ধাক্কা ভারতীয় শিবিরে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারিয়ে সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছিলেন বরুণ চক্রবর্তী।আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেছিলেন। কিন্তু ফের চোট পেয়ে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন রহস্য স্পিনার। তাঁর পরিবর্তে দলে নেওয়া হয়েছে লেগ-স্পিনিং অলরাউন্ডার বিপ্রজ নিগমকে।এর আগে চোটের কারণে জিম্বাবোয়ে ও আয়ারল্যান্ড সিরিজে খেলতে পারেননি বরুণ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ম্যাচ খেলার পর ফের চোট পেয়েছিলেন তিনি। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস ফিরে পাওয়ার পর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামেন। চার ওভার বল করে ১৬ রান দিয়ে একটি উইকেটও নেন। কিন্তু এরপরই ফের

চোটের সমস্যা দেখা দেয়।বিসিসিআইয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রথম টি-টোয়েন্টিতে নিজের তৃতীয় ওভার বল করার সময় পেটের বাঁ-পাশে অস্বস্তি অনুভব করেন বরুণ। স্ক্যানে সাইড স্ট্রেইন ধরা পড়ে। সেই কারণেই তাঁকে সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে তাঁর জায়গায় প্রথম একাদশে সুযোগ পান রবি বিষ্ণোই।বরুণের পরিবর্তে দলে আসা ২২ বছরের বিপ্রজ নিগম উত্তরপ্রদেশের ক্রিকেটার এবং আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে খেলেন। এখনও পর্যন্ত ১৯টি আইপিএল ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৩ উইকেট ও ১৫৭ রান। ২০২৫ সালে আইপিএল অভিষেকের পর লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ১৫ বলে ৩৯ রানের ইনিংস খেলে নজর কাড়েন তিনি। প্রথম একাদশে সুযোগ পেলে ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হবে তাঁর।১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু এশিয়ান গেমস। ভারতের প্রথম ম্যাচ ২৮ সেপ্টেম্বর। এর আগে জাপানের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তুতি ম্যাচও রয়েছে। চোটের কারণে হর্ষিত রানাও ইতিমধ্যে ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর পরিবর্তে এসেছেন যশ ঠাকুর। বরুণের চোটে এশিয়াডের আগে ফের চিন্তা বাড়ল ভারতীয় শিবিরে।

এশিয়ার মঞ্চে ইস্টবেঙ্গল

আস্মানেআল হুসেইনের মুখোমুখি লাল-হলুদ

নয়া জামানা ঃ আইএসএল ও ডুরান্ড কাপ জয়ের আত্মবিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে এশিয়ার মঞ্চে অভিযান শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। দীর্ঘ ১১ বছর পর এশিয়ান ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ফিরেছে লাল-হলুদ। বুধবার জর্ডনের রাজধানী আম্মানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র গ্রুপ ডি-র প্রথম ম্যাচে স্থানীয় চ্যাম্পিয়ন আল হুসেইনের মুখোমুখি হবে তারা।কুয়েতের আল আরবিকে প্লে-অফে ৪-১ গোলে হারিয়ে মূল পর্বের টিকিট পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ডুরান্ড কাপের ফাইনালে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে হারানোর পর দলের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও গত দুমাসের জয়ের ধারা ধরে রাখার লক্ষ্যের কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, এশিয়ার সর্বোচ্চ স্তরে লড়াই করার সুযোগকে কাজে লাগাতে প্রস্তুত দল।ইস্টবেঙ্গলের দলে বিদেশি ফুটবলার মাত্র তিনজন;দানি রামিরেজ, মহম্মদ রশিদ ও দিয়েগো জিভুলিচ। দেশীয় ফুটবলারদের উপরও পূর্ণ আস্থা রয়েছে হাবাসের। ডেভিড লাললানসাঙ্গা ও এডমন্ড লালরিন্ডিকার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে সেই ভরসার প্রতিফলন মিলেছে। অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে নারাজ স্প্যানিশ কোচ। তাঁর লক্ষ্য জয়।অন্যদিকে, জর্ডন প্রো লিগের টানা তিনবারের চ্যাম্পিয়ন আল হুসেইনের চলতি মরসুমের শুরুটা কঠিন। প্রথম ম্যাচেই আল জাজিরার কাছে ০-৫ গোলে হেরেছে তারা। শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি হার। ব্যর্থতার জেরে কোচ আহমেদ হায়েল পদত্যাগ করেছেন। আপাতত সহকারী কোচ বাশার বানি ইয়াসিন দায়িত্বে।আল হুসেইনের অন্যতম ভরসা অধিনায়ক মাহমুদ আল-মার্দি। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর ৮০ ম্যাচের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কলম্বিয়ান ফরোয়ার্ড ব্রায়ান রিয়াস্কোসও বিপজ্জনক। গ্রুপে ইস্টবেঙ্গলের বাকি দুই প্রতিপক্ষ আল শরতা ও আল সিব।

শেষের পথে আগরকর অধ্যায়, দল নির্বাচন ঘিরে জল্পনা

নয়া জামানা ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে ফের জোর জল্পনা। শেষ হতে চলেছে কি জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরের অধ্যায়? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের দল নির্বাচনের বৈঠক হওয়ার কথা বুধবার, ১৬ সেপ্টেম্বর। আর সেই বৈঠকই আগরকরের শেষ নির্বাচন বৈঠক হতে পারে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও বিসিসিআইয়ের তরফে এখনও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও সরকারি ঘোষণা করা হয়নি।অজিত আগরকরের বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ৪ অক্টোবর। চুক্তি আরও এক বছর বাড়ানো হবে কি না, তা নিয়ে এখনও বোর্ডের সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা হয়নি বলে খবর। এর আগে শোনা গিয়েছিল, আগামী বছর ওডিআই বিশ্বকাপ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচকের দায়িত্বে থাকবেন আগরকর। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনায় বদল আসতে পারে।পিটিআইয়ের এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের কোনও শীর্ষ কর্তা আগরকরের সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় বসেননি। বোর্ডের এই নীরবতাই তাঁর সম্ভাব্য বিদায় নিয়ে জল্পনা আরও

বাড়িয়েছে। যদিও তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন কোনও সরকারি ঘোষণা এখনও হয়নি।সম্প্রতি একাধিক নির্বাচন ঘিরে আগরকরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে রোহিত শর্মাকে ওডিআই দলে না রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। আগরকর ও কোচ গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে সিনিয়র ক্রিকেটারদের নিয়ে অনীহার অভিযোগও উঠেছে।সূত্রের খবর, ওয়েস্ট ইন্ডিজের

দল নির্বাচনের পর বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে থ্যাংক ইউ নোট পাঠাতে পারেন আগরকর। প্রায় তিন বছর প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডকে ধন্যবাদ জানানো হতে পারে সেই চিঠিতে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।